যুগান্তর

AUG. 03 2006

বছরের সাত মাসের তিন মাসই আন্দোলনে শিক্ষকরা

যুগান্তর রিপোর্ট

বছরের সাত মাসের মধ্যে তিন মাসই চলছে শিক্ষক আন্দোলন। এ সময়ে দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়নি কোন ক্লাস। ব্যাহত হয়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। মাসের পর মাস শিক্ষকরা দাবি-দাওয়া আদায়ে রাজপথে আন্দোলন করছেন। জোট সরকারের যৎসামান্য অর্জন ছিল শিক্ষা সেক্টরে। কিন্তু মেয়াদের শেষ সময়ে সে অর্জন ক্রমেই ব্যর্থতার দিকে এগুচ্ছে। এ সেক্টরেও ব্যর্থতার ষোলকলা পূর্ণ হতে চলেছে বলে মন্তব্য করেন সংশ্লিষ্টরা। বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারলেও ব্যক্তিগত রেষারেষি ও সমন্বয়হীনতার কারণে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না নীতিনির্ধারকরা। আগামী ১০ আগস্ট থেকে দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসতে পারবে কিনা তা কেউ জানে না। চলতি শিক্ষাবর্ষের মধ্যে গত মে মাস থেকে শিক্ষা কার্যক্রম এক রকম বন্ধ। এ সময়ে শিক্ষকরা ছিলেন রাজপথে। সরকারি ও বেসরকারি সব শিক্ষকই ছিলেন আন্দোলনে। শিক্ষক আন্দোলন শুরু হয় গত বছরের নভেম্বর মাসে। গত বছরের ২৬ নভেম্বর চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে শেখ আক্কাছ আলীর নেতৃত্বাধীন বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের একাংশ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন শুরু করে। তিনদিন অনশনের পর ২৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী ১৫ দিনের মধ্যে দাবির পক্ষে ঘোষণার আশ্বাস দিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে কোন ঘোষণা দেয়া হয়নি। এরপর কিছুদিন শিক্ষকরা রাজপথে না থাকলেও স্থানীয়ভাবে নানা কর্মসূচি পালন করেছেন। গত মে মাসের প্রথম থেকেই বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা রাজপথে আন্দোলন শুরু করেন। নানা কর্মসূচি পালন শেষে ২৮ মে মুক্তাঙ্গনে থালা হাতে ভুখা মিছিল শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন। কর্মসূচি শেষ করে ওইদিন থেকেই মুক্তাঙ্গনে আমরণ অনশন শুরু করেন শিক্ষকরা। টানা ৫ দিন অনশনের পর প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকরা অনশন ভাঙেন। পরে ৫ জুন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয়করণ ঘোষণা না করলেও কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ঘোষণা দেন। এ সময় মাসাধিককাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। এর পরই বেতন বৈষম্য দূরীকরণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলনে নামেন সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা।

বুধবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের বিক্ষোভ মিছিল যুগান্তর

শিক্ষকরা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম

শিক্ষকরা : বছরের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকদের দুটি অংশই তখন অবিরাম ধর্মঘট শুরু করে। ১৬ জুন থেকে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা দাবি পূরণের ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট আহ্বান করেন। টানা ১১ দিন ধর্মঘটের পর শিক্ষকদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডেকে দাবি পূরণের আশ্বাস দেয় সরকার। পরে শিক্ষকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন। এরই মধ্যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন থেকে হারিয়ে যায় মূল্যবান ১১টি দিন। এ সময় কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকদের দুটি সংগঠন চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে মুক্তাঙ্গন ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন শুরু করে। ৫ দিন অনশনের পর হাফিজ-মাহবুব নেতৃত্বাধীন শিক্ষকদের একটি অংশ সরকারের সঙ্গে আঁতাত করে অনশন ভাঙে। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। আরেকটি অংশ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে টানা ১১ দিন অনশনের পর ২৬ জুন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব আলোচনায় ডেকে পাঠান। এ সময় ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে কমিউনিটি শিক্ষকদের দাবি পূরণের ঘোষণা দেয়ার আশ্বাস দেয় সরকার। দাবি মানার সরকার নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ায় কমিউনিটি শিক্ষকদের একাংশ ১ আগস্ট থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখছে। চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের দুটি অংশ আবার আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। মুনসুর আলীর নেতৃত্বে আজ শিক্ষকদের একাংশ মুক্তাঙ্গনে শিক্ষক সমাবেশ ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন ধর্মঘট শুরু করবে।

এদিকে ৬ জুলাই থেকে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকরা অবিরাম ধর্মঘট পালন করছেন। শতভাগ বেতন প্রদানসহ বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘট করছেন তারা। সরকার শিক্ষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে প্রায় এক মাস। শিক্ষকদের এ অবিরাম ধর্মঘট আরও দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ১০ আগস্ট থেকে দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। গত এক মাস কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা জানেন না শিক্ষকরাও।

শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষকদের বক্তব্য

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এ সম্পর্কে যুগান্তরকে জানান, কিছুটা ক্ষতি তো হয়েছেই। তবে শিক্ষকদের অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে পুষিয়ে দিতে হবে শিক্ষার্থীদের। রমজান মাসে শিক্ষকরা ক্লাস নিলে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি আমরা মেনে নেয়ার চেষ্টা করছি। আন্দোলনে না গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। চলমান আন্দোলনের খুব দ্রুত সমাধান হবে।

ফন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক